অপর মামলা নং ৪১৩/২০২১

মোছাম্মৎ ছেনোয়ারা বেগম গং
বনাম
মোহাম্মদ সোলায়মান গং

উপস্থিত ঃ- **মোঃ হাসান জামান, সিনিয়র সহকারী জজ,**
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া , চট্টগ্রাম

আদেশ নং- ২৬
তারিখ- ০৪/০৯/ ২০২৩ ইং

অদ্য একতরফা আদেশের জন্য ধার্য আছে।

বাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করেছেন।

নথি আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

বাদীপক্ষ আরজির ১(ক) নং তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ব এবং উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভ্রমাত্বকভাবে রেকর্ড হয়েছে মর্মে ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় ১-৮ নং বিবাদীদের বিরুদ্ধে অত্র মামলা দায়ের করেন।

বাদীপক্ষের আরজির মূল বক্তব্য এই, নালিশী ডাঙ্গারচর মৌজার আর এস ৪০৬ নং খতিয়ানের আর এস ২৪১০ দাগের ৪.২৫ একর ভূমির মূল মালিক ছিল রাজি উদ্দিনের দুই পুত্র আফাজ উল্লাহ ও আবদুল হাকিম। প্রত্যেকে ।।. (আট আনা) অংশ মতে ২ একর ১২.৫০ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ছিলেন। উক্ত ভূমির উপরিস্থ জমিদার ছিলেন বেনী মোহন দাশ। তৎমতে আর এস খতিয়ানে তাহার নাম লিপি আছে। বেনী মোহন দাশ উক্ত দাগের সম্পত্তি ২২/০৫/১৯৪০ ইং তারিখের ১৬৭২ নং পাট্টা মূলে নজু মিয়ার মাধ্যমে নজু মিয়ার নাবালক পুত্র আবদুল হাই বরাবর বন্দোবস্তো প্রদান করেন। ফলে আর এস কোর্ফা রায়ত আফাজ উল্লাহ গং দের আর কোন স্বত্ব স্বার্থ অবশিষ্ট ছিল না।

পরবর্তীতে শিকলবাহা নিবাসী হাজী নজু মিয়ার পুত্র আবদুল হাই নালিশী দাগে ৩.২০ একর সম্পত্তি ২৮/০৪/১৯৬১ ইং তারিখের ২৫৯৭ নং কবলামূলে ১-৪ নং বিবাদীদের নিকট হস্তান্তর করেন। বাদীগনের পূর্ববর্তী আবদুল মজিদ বিগত ২৯/০৮/১৯৭২ ইং তারিখে ৫০৭৮ নং কবলামূলে নালিশী আর এস ২৪১০ দাগ ও অনালিশী আর এস ২৪১৩ ও ২৪১৪ দাগের আন্দরে ।/ পাঁচ কানি বা ২.০০ একর ভূমি ১/৩/৪ নং বিবাদী হতে খরিদ করেন। আব্দুল মজিদের মৃত্যুতে উক্ত সম্পত্তিতে বাদীগণ উত্তরাধিকারসূত্রে স্বত্ববান ও দখলকার হন।

বাদীপক্ষের আরজির আরো বক্তব্য এই ২ নং বিবাদী জাফর আহম্মদ ২৮/০৪/১৯৬১ ইং তারিখে ২৫৯৭ নং কবলামুলে এবং ০৬/০১/১৯৭৩ ইং তারিখে ১৫৭ নং কবলামূলে নালিশী ও অনালিশী দাগ আন্দরে ৪০ শতক সম্পত্তি বাদীগনের পূর্ববর্তী আব্দুল মজিদের বরাবর বিক্রয় করেন। আবদুল মজিদ পুনরায় জাফর আহমদ হতে বিগত ৩১/১০/১৯৭৪ ইং তারিখে ৯০৫২ নং কবলামুলে নালিশী ২৪১০ দাগ ও অনালিশী ২৪১৩/২৪১৪ দাগান্দরে ৪০ শতক ভূমি খরিদ করেন। আবদুল মজিদ পুনরায় ৩ নং বিবাদী হতে ১৩/১০/১৯৭৩ ইং তারিখে ৬৮৮৫ নং

কবলামূলে উক্ত দাগাদির আন্দরে ২০ শতক ভূমি খরিদক্রমে দখল লাভ করেন। উক্ত আবদুল মজিদ ৪ নং বিবাদী হতে বিগত ০১/১১/১৯৭৬ ইং তারিখে ৯৩৭৮ নং কবলামূলে আপোষ চিহ্নিতমতে নালিশী ও অনালিশী দাগান্দরে /১২√ (এক কানি ১২ গন্ডা ২ ক্রান্তি) ভূমি খরিদ করেন। এভাবে আব্দুল মজিদ সর্বমোট U১১।/ **(তিন কানি এগার গন্ডা এক কড়া তিন ক্রান্তি) ভূমি খরিদ করেন।**

বাদীপক্ষের আরিজর আরো বক্তব্য হলো ১ নং বাদী মোছাম্মৎ ছেনোয়ারা বেগম ১ নং বিবাদী সোলেমান হতে বিগত ০১/১১/১৯৭৬ ইং তারিখে ৯৩৭৬ নং কবলামুলে নালিশী আর এস ২৪১০ দাগে ও অনালিশী ২৪১৩/২৪১৪/২৯০১ দাগে /১২√ (এক কানি ১২ গন্ডা ২ ক্রান্তি) ভূমি সহ অনালিশী ২৬৪ ও ৪০৩ খতিয়ানের সর্বমোট ১৪৩ শতক ভূমি খরিদ করেন। অনুরুপ ভাবে ১ নং বিবাদী ছেনোয়ারা বেগম ৩ নং বিবাদী জাকের আহমদ হতে ০১/১১/১৯৭৬ ইং তারিখের ৯৩৭৭ নং কবলামুলে নালিশী ও অনালিশী দাগান্দরে √২// (দুই কানি দুই গন্ডা দুই কন্ট) ভূমি খরিদ করেন। একই কবলায় নালিশী ২৪১০ দাগ ও অনালিশী দাগে আরো /৫৸/ (এক কানি ৫ গন্ডা তিন কড়া এক কন্ট) ভূমি খরিদ করেন। এভাবে ১ নং বাদী ও তৎ স্বামী আবদুল মজিদ ১ নং তফসিলে সর্বমোট ৸ ১৬ ।। (বার কানি ১৬ গন্ডা দুই কড়া) বা ৫.১৩ একর ভূমি খরিদক্রমে চাষাবাদে ভোগদখলে নিয়ত আছেন।

বাদীগণ বিগত ০৮/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় তহসিল অফিসে খাজনা পরিশোধ করতে ভূমি সহকারী কর্মকর্তা খাজনা নিতে অস্বীকার করেন। তখনই বাদীগণ অবগত হন যে, তফসিলোক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান স্বত্ব স্বার্থহীন ৫-৮ নং বিবাদীদের নামে ।। **(আট আনা)** অংশ ভ্রমাত্মকভাবে রেকর্ড হয়েছে। বি এস খতিয়ান ভুল রেকর্ড হেতু বাদীগনের স্বত্বে মেঘাবরণ সৃষ্টি হওয়ায় বাদীগণ অত্র মামলা আনয়ন করেছেন।

১-৮ নং বিবাদীর প্রতি সমন সঠিকভাবে জারি করা হলেও তারা অত্র মামলায় হাজির হতে ব্যর্থ হয়। যার প্রেক্ষিতে বিগত ১৮/০৬/২০২৩ ইং তারিখের ২২ নং আদেশমূলে তাদের বিরুদ্ধে অত্র মামলা এক-তরফা শুনানীর জন্য ধার্য হয়।

বাদীপক্ষ তাহার মামলা প্রমানার্থে ০১ জন সাক্ষী **ইফতেখার ফয়সাল কে P.W.-1** হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। বাদীপক্ষ দাবির সমর্থনে নিন্মবর্নিত কাগজাদি দাখিল করেন।

১। ডাঙ্গারচর মৌজার আর এস- ৪০৬ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-১

২। একই মৌজার বি এস ৪৭৯ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-২

৩। ১৭/০৭/১৯৬২ ইং তারিখের ২৫৯৭ নং কবলার সি.সি প্রদর্শনী-৩

৪। ২৯/০৮/১৯৭২ ইং তারিখের ৫০৭৮ নং কবলার আসল প্রদর্শনী-৪

৫। ০৬/০১/১৯৭৩ ইং তারিখের ১৫৭ নং কবলার আসল প্রদর্শনী-৫

৬। ৩১/১০/১৯৭৪ ইং তারিখের ৯০৫২ নং কবলার আসল প্রদর্শনী-৬

৭। ১৩/১০/১৯৭৩ ইং তারিখের ৬৮৮৫ নং কবলার আসল প্রদর্শনী-৭

৮। ০১/১১/১৯৭৬ ইং তারিখের ৯৩৭৮ নং কবলার সি.সি প্রদর্শনী- ৮

৯। ০১/১১/১৯৭৬ ইং তারিখের ৯৩৭৬ নং কবলার সি.সি প্রদর্শনী-৮(ক)

১০। ০১/১১/১৯৭৬ ইং তারিখের ৯৩৭৭ নং কবলার সি.সি প্রদর্শনী-৯

১১। ২২/০৫/১৯৪০ ইং তারিখের ১৬৭২ নং পাট্টার সি.সি কপি প্রদর্শনী-১০

বিবাদীপক্ষ অত্র মামলায় হাজির না হওয়ায় বাদীর আরজি বক্তব্য বাদীপক্ষের উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্যর আলোকে বিবেচনায় নিতে হবে। প্রদর্শনী-১ আর এস ৪০৬ নং খতিয়ানের সি.সি হতে দেখা যায়, আর এস ২৪১০ দাগে ৪.২৫ একর ভূমির উপরিস্থ স্বত্বের মালিক ছিল বেনী মোহন দাস এবং কোর্ফা রায়ত হিসাবে আফাজ উল্লাহ ও আবদুল হাকিম ।।. (আট আনা) অংশ করে মালিক ছিলেন। বাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে নালিশী ৪০৬ খতিয়ানের উপরিস্থ মালিক বেনী মোহন দাস নালিশী দাগের সম্পত্তি ২২/০৫/১৯৪০ ইং তারিখের ১৬৭২ নং পাট্টা মূলে নজু মিয়ার নাবালক পুত্র আবদুল হাই বরাবর বন্দোবস্তো প্রদান করেন। বাদীপক্ষের দাখিলী উক্ত পাট্টা দলিলের সি.সি **প্রদর্শনী ১০** পর্যালোচনায় উক্তরুপ দাবির সত্যতা প্রতীয়মান হয়।

বাদীপক্ষ পুনরায় দাবি করেন যে, উক্ত আবদুল হাই নালিশী ২৪১০ দাগ সহ অনালিশী ২৪১৩/২১১৪ দাগের সর্বমোট ৩.২০ একর সম্পত্তি ২৭/০৪/১৯৬১ ইং তারিখের ২৫৯৭ নং কবলামুলে **মোহাম্মদ সোলাইমান, মোহাম্মদ জাফর, মোহাম্মদ ছাবের ও মোহাম্মদ জাকের** অর্থাত ১-৪ নং বিবাদী বরাবর হস্তান্তর করেন। **প্রদর্শনী- ৩** হতে উহার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। **প্রদর্শনী-৪** হতে প্রতীয়মান হয়, উক্ত মোহাম্মদ সোলেমান, জাকের ও ছাবের ২৯/০৮/৭২ ইং তারিখে ৫০৭৮ নং কবলামূলে বাদীগনের পূর্ববর্তী আবদুল মজিদ এর নিকট নালিশী আর এস ২৪১০ দাগ ও অনালিশী ২৪১৩/২৪১৪ দাগের আন্দরে ২.০০ একর ভূমি হস্তান্তর করেন। বাদীপক্ষ আব্দুল মজিদের মৃত্যুতে উক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারসূত্রে স্বত্ববান ও দখলকার মর্মে দাবি করেছেন।

প্রদর্শনী-৫ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়, সোলাইমান গং দের অপর ভ্রাতা মোহাম্মদ জাফর আলী ০৬/০১/১৯৭৩ ইং তারিখে ১৫৭ নং কবলামূলে নালিশী ও অনালিশী দাগ আন্দরে ৪০ শতক ভূমি আব্দুল মজিদের বরাবর বিক্রয় করেন। **প্রদর্শনী-৬** হতে পাই যে, আবদুল মজিদ পুনরায় জাফর

মোছাম্মৎ ছেনোয়ারা বেগম গং
বনাম
মোহাম্মদ সোলায়মান গং

আহমদ হতে বিগত ৩১/১০/১৯৭৪ ইং তারিখে কবলামুলে নালিশী ২৪১০ দাগ ও অনালিশী দাগে ৪০ শতক ভূমি খরিদ করেন। প্রদর্শনী-৭ প্রকাশ মতে, আবদুল মজিদ ৩ নং বিবাদী মোহাম্মদ জাকের হতে ১৩/১০/১৯৭৩ ইং তারিখে কবলামুলে উক্ত দাগাদি আন্দরে ২০ শতক ভূমি খরিদ করেন। প্রদর্শনী-৭ হতে প্রতীয়মান হয়, উক্ত আবদুল মজিদ ৪ নং বিবাদী মোহাম্মদ ছাবের হতে ০১/১১/১৯৭৬ ইং তারিখে ৯৩৭৮ নং কবলামূলে নালিশী ও অনালিশী দাগান্দরে /১২/ (এক কানি ১২ গন্ডা ২ ক্রান্তি) ভূমি খরিদ করেন।

বাদীপক্ষের পরবর্তী দাবিমতে, ১ নং বাদী মোছাম্মৎ ছেনোয়ারা বেগম ১ নং বিবাদী সোলেমান হতে বিগত ০১/১১/১৯৭৬ ইং তারিখে ৯৩৭৬ নং কবলামুলে নালিশী আর এস ২৪১০ দাগ সহ অনালিশী দাগে /১২/ (এক কানি ১২ গন্ডা ২ কন্ট) ভূমি খরিদ করেন। প্রদর্শনী- ৮(ক) পর্যালোচনা উক্ত হস্তান্তরের সত্যতা প্রতীয়মান হয়। আবার প্রদর্শনী-৯ হতে দেখা যায় উক্ত ছেনোয়ারা বেগম ৩ নং বিবাদী জাকের আহমদ হতে ০১/১১/১৯৭৬ ইং তারিখের ৯৩৭৭ নং কবলামুলে নালিশী ও অনালিশী দাগান্দরে /২// (দুই কানি দুই গন্ডা দুই কন্ট) ভূমি খরিদ করেন। এ সমস্ত হস্তান্তরসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায়, সোলাইমান গং চার ভ্রাতা পাট্টা গ্রহীতা আবদুল হাই থেকে নালিশী আর এস ২৪১০ দাগ সহ অনালিশী ২৪১৩/২৪১৪ দাগের আন্দরে খরিদীয় সম্পূর্ন ৩.২০ একর সম্পত্তি বিভিন্ন সময়ে বাদীগনের পূর্ববর্তী আবদুল মজিদ ও ছেনোয়ারা বেগম বরাবর হস্তান্তর করেছেন। প্রতীয়মান হয় উক্ত সম্পত্তিতে তাহারা স্বত্ববান ছিলেন। অত্র মামলায় বাদীপক্ষ নালিশী আর এস ২৪১০ দাগের সামিল বি এস ৪৭৯ খতিয়ানের বি এস ২৬৩৭ দাগে ২.৬৮ একরের মধ্যে ১.৩৪ একর ভূমিতে স্বত্ববান মর্মে দাবি করেছেন। যেহেতু নালিশী ২৪১০ দাগ সহ অনালিশী ২৪১৩/২৪১৪ দাগের আন্দরে ৩.২০ একর ভূমিতে বাদীগণের পূর্ববতী খরিদসূত্রে স্বত্ববান ও দখলকার ছিলেন সেহেতু আবদুল মজিদের মৃত্যুতে ১-৬ নং বাদীগণ তৎ ওয়ারীশ হিসাবে তফসিলোক্ত ১.৩৪ একর ভূমিতে বাদীগণ স্বত্ববান হন মর্মে আমি বিবেচনা করি।

বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস ৪৭৯ খতিয়ান ভুল মর্মে রেকর্ড হয়েছে মর্মে দাবি করেছেন। **প্রদর্শনী-২** বি এস ৪৭৯ খতিয়ান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, নালিশী আর এস আর এস ২৪১০ দাগের সামিল বি এস দাগ ২৬৩৭ দাগের আন্দরে ২.৬৮ একর ভূমি মধ্যে ১.৩৪ একর ভূমিতে বাদীগনের পূর্ববর্তী আবদুল মজিদ ও ১ নং বাদী ছেনোয়ারা বেগম খরিদসূত্রে মালিক হলেও তাদের নাম বি এস খতিয়ানে একেবারে রেকর্ড হয়নি। বি এস খতিয়ানে নিঃস্বত্ববান ৫-৭ নং বিবাদীর নামে হওয়ায় উক্ত বি এস খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধভাবে রেকর্ড হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সাক্ষীগনের বক্তব্য হতে ইহা পরিষ্কার যে তর্কিত সম্পত্তির বি এস খতিয়ান ভুলভাবে রেকর্ড হলেও বাদীগণ নালিশী সম্পত্তিতে ভোগদখলে নিয়ত আছেন। সার্বিক পর্যালোচনায় বাদীপক্ষ

সাক্ষ্য প্রমান দ্বারা নালিশী সম্পত্তিতে তাদের স্বত্ব ও দখল থাকার বিষয়টি প্রমান করতে সমর্থ হয়েছে বলে আমি বিবেচনা করি।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বিবাদীপক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ কাজে লাগাতে অবহেলায় করায়, বাদীপক্ষ হতে উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক প্রমাণাদি অলঙ্ঘনীয় প্রকৃতির মর্মে আমি বিবেচনা করি। এরুপ পরিস্থিতিতে উক্ত অবিসংবাদিত ও অবিকৃত সাক্ষ্যসমূহ গ্রহন করা এবং উক্ত অলঙ্ঘনীয় দালিলিক সাক্ষ্য ও আরজি বর্নিত বক্তব্যের উপর নির্ভর করা ব্যাতিরেকে আদালতের সম্মুখে বিকল্প কোন পথ খোলা নেই। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ তাহার আরজি প্রার্থিত মতে প্রতিকার পাবার হকদার বলে আমি মনে করি। সুতরাং অত্র মামলা ডিক্রিযোগ্য।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১-৮ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় ডিক্রি হলো।

এই মর্মে ঘোষনা করা যাচ্ছে, নালিশী ১(ক) নং তফসিল বর্ণিত ১ একর ৩৪ শতাংশ ভুমিতে বাদীগনের উত্তম ও অপরাজেয় স্বত্ব রহিয়াছে এবং উক্ত ভুমি সম্পর্কিত বি.এস ৪৭৯ নং খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যা বে-আইনী ও অকার্যকর এবং উহা বাদীগনের উপর বাধ্যকর নয়।

আমার স্বহস্তে লিখিত ও সংশোধিত

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম